নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপাত্র
মার্চ ২০০৪

সম্পাদকীয় এবারে ৮ মার্চের আন্তর্জাতিক নারীদিবসে আমাদের আওয়াজ ছিল : নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নারী। নারী আন্দোলন থেকে এই যে আওয়াজ উঠেছে, তার তাৎপর্য অনেকগুলি। ক্লারা জেটকিন যখন ৮ মার্চকে প্রথম বিশ্বনারী দিবস হিসাবে ঘোষণা করার প্রস্তাব আনেন, তখন তিনি স্মরণ করতে চেয়েছিলেন নিউইয়র্কের শ্রমিক নারীদের একটি ঐতিহাসিক লড়াই-এর দিনকে। মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিরোধের অঙ্গীকারে চিহ্নিত হয়ে আছে দিনটি। কিন্তু আজ ৮ মার্চ শ্রমজীবী নারীদের জন্যই শুধু নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার সমগ্র নারীজাতির কাছেই অর্থবহ। তাঁদের এই বৈষম্যের চেতনা আজ যুক্ত হয়ে যাচ্ছে গোটা দুনিয়া জুড়ে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে ওঠা গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই-এর সঙ্গে। এই জন্য কিছুদিন আগেই মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ বা World Social Forum-এর আন্তর্জাতিক সমাবেশে মেয়েদের সোচ্চার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

আজ আমরা এমন একটা দুনিয়াতে বাস করছি, যেখানে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সীমাহীন লোভ সামান্যতম ব্যাঘাতের মুখে পড়লেই সামরিক অভিযানের রূপ নিতে পারে। দখলীকৃত ও বিধ্বস্ত ইরাকে এই সামরিক অভিযানের ভয়াবহ চেহারা লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশুর জীবন তছনচ করে দিচ্ছে। কিন্তু এছাড়াও গরিব দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় বা জাতিগত দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবাজ শক্তিগুলি উশ্‌কানি দিচ্ছে হিংস্রতা ও মৌলবাদী অসহিষ্ণুতাকে, যার শিকার অনেক সময়েই হচ্ছে মেয়েরা। প্রতিরক্ষার খরচ বাড়িয়ে মুনাফার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের, সংকীর্ণ হয়ে আসছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে জনকল্যাণমূলক বিনিয়োগ। তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পালটে যাচ্ছে , ধ্বসে যাচ্ছে মেয়েদের চাকুরির সুযোগ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শোষণের পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন মেয়েরা। জনকল্যাণমূলক পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসারযাত্রা আরো কঠিন হচ্ছে আর তার অনেকটা বোঝাই বইতে হচ্ছে মেয়েদের। মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে সংরক্ষণের ওপর নানা আক্রমণ আসছে। সংসদ বিধানসভায় নারীসংরক্ষণের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে প্রতিক্রিয়াশীল অগণতান্ত্রিক শক্তি। মেয়েদের সুস্থ জীবনযাপনের ওপর যে ধারাবাহিক আঘাত তার বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই-এর সংগঠিত অঙ্গীকারই এবার ৮ মার্চের শপথ।

এবছরে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের অনুষ্ঠান

এবছর ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে শিশির মঞ্চে সাফল্যে উজ্জ্বল কয়েকজন নারীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই নারীরা হলেন ডঃ ফুলরেণু গুহ, অধ্যাপক নির্মলা ব্যানার্জি, অপর্ণা সেন, উষা গাঙ্গুলি ও জিজা ঘোষ, উষা গাঙ্গুলি পাকিস্তানে থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি, সম্বর্ধনার স্মারক তাঁর প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্বর্ধিতদের মধ্যে কনিষ্ঠা জিজা ঘোষ নিজের কঠিন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সমবেত অতিথি ও দর্শকবৃন্দ তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহিলা-বাউল সুভদ্রা শর্মা লালনগীতি পরিবেশন করেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় এবং সুতপা সাহা একটি কবিতা-কোলাজ উপস্থাপিত করে সকলকে বিশেষ আনন্দ দেন।

৮ মার্চ রাজ্যের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলি যৌথভাবে আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদ্‌যাপন কমিটির মাধ্যমে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি বৃহৎসমাবেশের আয়োজন করে। এর আহ্বায়ক ছিলনে রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী

যশোধরা বাগ্চী; সমাবেশের সভানেত্রী ছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা ছবি বসু। সমাবেশের প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পরে অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় 'নারী ও মৌলবাদ' বিষয়ে এবং অধ্যাপক অমিয় বাগ্চী 'নারী ও যুদ্ধ' বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক জয়তী ঘোষের 'নারী ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন' একটি নিবন্ধ পঠিত হয়। অনুষ্ঠান দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে।

রাজ্য মহিলা কমিশনের কাজকর্ম : ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০০৪

হুগলী জেলা পরিদর্শনের প্রতিবেদন

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা কমিশন আহূত সভা। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল - (ক) নারী-অধিকার রক্ষা মূলক জেলা কমিটির রিপোর্ট (খ) পণ প্রথাজনিত ঘটনা (গ) প্রি-ন্যাটাল ডায়গনস্টিক টেকনিক অ্যাক্ট, ১৯৯৪ (ঘ) জেলায় জন্ম-মৃত্যু বিষয়ক রেজিস্ট্রেশনের স্টেটাস । ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রমতী রোশ্নি সেন, পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট অজয় কুমার, সহকারী জেলা-প্রশাসক, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক শ্রীমতী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব, বিভিন্ন নারী সংগঠন, বিভিন্ন এন.জি.ও এবং সভাধিপতি শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীমতী রোশ্নি সেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী শ্রীমতী যশোধরা বাগচী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশান বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হুগলিতে দ্বিতীয় পারিবারিক লোক-আদালত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন - 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে অভিহিত করেন তিনি। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবেদনে মহিলা-সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় 'মৈত্রী' সেলের সক্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন। বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হয়েছে জেলায়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সক্রিয়। আইনি সচেতনতা প্রসারের জন্য 'আমাদের আইন' বইটি বিলি করা হয়। নারী-পাচারের বিষয়ে সেমিনার সংঘটিত হয়েছে। পণ প্রথা বিষয়ে তিনি বলেন, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ জরুরী। পণ নেওয়ার অভিযোগ আসে না। ফলে এ বিষয়ে ভাল কাজ করার দাবী করা যাচ্ছেনা। তবে 'পণ নিষিদ্ধ' দিবস পালিত হয়েছে। জেলা-প্রশাসক বললেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী অনেক হয়েচে এবং তারা সক্রিয়। সর্বশিক্ষা অভিযানের ফলে সত্তর হাজার থেকে ড্রপ আউট-এর সংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামানো সম্ভব হয়েছে। বিবাহ নথিভুক্তিকরণও ভালই এগোচ্ছে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বিষয়ক আইন পালন নিয়ে বক্তব্য রাখলেন ডাঃ নায়েক। তিনি বললেন, মা'দের সভা বসে। বাবাদের সভা হওয়াও জরুরী। তিনি আই.সি.ডি.এসের কাজের বিবৃতি ছিলেন। জেলা-প্রশাসক রোশ্নি সেন সচেতনতা প্রসারের কাজে পঞ্চায়েতকে বেশি করে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বন্দে-মাতরম স্কিম চালু হবে জানালেন তিনি। পুলিশ প্রশাসককে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য বলা হলো। সভাধিপতি শ্রীমতি কৃষ্ণা ব্যানার্জী নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মেয়েদের স্বনির্ভর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে জেলায় - জানালেন তিনি। কয়েকজন প্রতিনিধি থানার নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা বলেন। রোশ্নি সেন বললেন, থানার অনেক অসুবিধা আছে একথা সত্য। তথাপি থানার নিষ্ক্রিয়তা উচিতকর্ম নয়। থানা প্রতিনিধি বললেন, অনেক কিছু করা থেকে থানাকে নিরস্ত থাকতে হয়। লিগাল এইড কমিটির আইন-বিশেষজ্ঞ বলেন, কাজ খুব কম হচ্ছে। সর্বক্ষণের কর্মীর বড়ো অভাব। জেলা প্রশাসনের হাতে থাকাকালীন সময়ে অবস্থা ভাল ছিল। এখন অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ৪৯(ক) ধারার আইন সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে বললেন তিনি। শ্রীমতী বাগ্চী প্রতিবাদে বলেন, আইন করাতে অসুবিধা হয়নি তবে আইন কার্যকর না হওয়াতে ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে মত বিনিময় ঘটে এবং জেলা প্রশাসক সমাপ্তিভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। সভার শেষে হুগলি জেলা থেকে কমিশনে প্রাপ্ত কিছু সালিশি পরামর্শ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। হুগলি জেলা সফর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সভা এবং সালিশি পরামর্শদান দুটি পর্বেই উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রীসহ সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী রমা দাস, সদস্যবৃন্দ শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য , গৈরিকা ঘোষ, শ্যামশ্রী দাস, ভগবতী মন্ডল , মীরতুন নাহার ও সদস্য-সচিব শ্রীমতী বিন্দু জুৎসী।

চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত কাউন্সেলিং-এর প্রতিবেদন

মহিলা কমিশন হুগলি জেলা থেকে কয়েকটি নারী নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনপত্র পায়। সেই কেসগুলি হল - (১) হুগলি জেলার বেতরা গ্রামের শ্রীমতী জবা মন্ডল অভিযোগ করেছেন, তার কন্যা শিখা ঘোষকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা অকথ্য অত্যাচার করে অবশেষে কোথাও পাচার করে দিয়েছে। (২) সুরের পুকুর কুমোর পাড়ার শ্রীমতী বীনারাণী সিং একই গ্রামের শ্রীপতি দে'র বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানান। (৩) চক-অনন্ত গ্রামের বৈশাখী ঘোষ ও মীনাক্ষী ঘোষ তাদের উপর কিছু মানুষের অত্যাচারের বিবৃতি দিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেন। (৪) ডানকুনি নিবাসী নিবাসী শ্রীমতী সুরঞ্জনা দত্ত স্বামীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ জানিয়েছেন। (৫) চাতরা-শীতলাতলার মূক ও বধির তরুণী কাজরী মিত্র (ঘোষ) শারীরিক ও মানসিকভাবে শ্বশুরবাড়ির মানুষদের দ্বারা অত্যাচারীদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার নির্দেশ কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। (৬) দারহাট্টা গ্রামের শ্রী ধনঞ্জয় মন্ডল কৌশিক খাঁড়ার বিরুদ্ধে তার কন্যাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ জানিয়েছেন। (৭) কোন্নগর পৌরসভার কাউন্সেলর অঙ্কিতা নন্দী পাঁচজন মহিলা কাউন্সেলরের প্রতি দুষ্কৃতী কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ জানান। (৮) বালিমোড় কালীতলার শ্রমতী জ্যোৎস্না দাস তার কন্যা পূর্ণিমা দাসের রহস্যময় অন্তর্ধানের তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন।

এই কেসগুলির মধ্যে কাজরী মিত্রের শ্বশুরবাড়ীর কেউ উপস্থিত না থাকাতে তার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। পূর্ণিমা দাসের অনুসন্ধান বিষয়ে সভায় উপস্থিত পুলিশ-প্রশাসক বললেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মেয়েটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মেয়েটি নার্স ছিল। একজন ডাক্তার তাকে কোথাও পাচার করেছে - সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ - প্রশাসককে শ্রীমতী বাগচী রেডলাইট এরিয়াতে অনুসন্ধান করার কথা বললেন। পৌরসভার কাউন্সেলররা তাঁদের প্রতি তীব্র অপমানজনক আচরণের প্রতিবাদে সরব হলেন। তাঁদের সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য পুলিশ - প্রশাসককে বলা হল।

কুচবিহার জেলা পরিদর্শন

জেলা পরিদর্শনের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী প.পঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী রমা দাস, এবং সদস্যা - গৈরিকা ঘোষ, মীরাতুন নাহার, ভারতী মুৎসুদ্দি, সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাস, ভগবতী মন্ডল এবং সদস্যসচিব বিন্দু জুৎসী ২১.২.০৪ তারিখে কুচবিহার জেলা পরিদর্শন করেন। প্রশাসনের এ.ডি.এম; এস.পি; এবং প্রশাসনিক আইন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগের প্রধান, পঞ্চায়েত সভানেত্রী, সভাধিপতি, বিভিন্ন জনসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কলেজের অধ্যক্ষা, অধ্যাপিকা, স্কুলের শিক্ষিকা, সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ মহিলা কমিশনের সদস্যাদের সঙ্গে জেলা সম্পর্কিত আলোচনায় বসেন। পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নারীর আইনি অধিকার, পণপ্রথার চেহারা, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ-বিরোধী আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জেলাস্তরে নারী অভিযোগ কেন্দ্রের কাজ প্রশংসনীয় এবং আশাপ্রদ। তবে থানাস্তরে অভিযোগকেন্দ্র নেই। পণপ্রথা নিরোধক আইন সম্পর্কিত কমিটিও পুনর্গঠিত হওয়ার মুখে। ভ্রূণপরীক্ষা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বিধি জেলার সর্বত্র পালিত হয় বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক সমস্যা, নারী পাচার ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয় এবং সমস্যাগুলির সমাধানে তৎপতৎপর পওয়ার জন্য কমিশন প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেন। যৌতুক তালিকা, বিবাহ নিবন্ধীকরণ, জন্ম নিবন্ধীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশও কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

অভিযোগ কেন্দ্রের কাজ প্রশংসনীয় এবং আশাপ্রদ। তবে থানাস্তরে অভিযোগকেন্দ্র নেই। পণপ্রথা নিরোধক আইন সম্পর্কিত কমিটিও পুনর্গঠিত হওয়ার মুখে। ভ্রূণপরীক্ষা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বিধি জেলার সর্বত্র পালিত হয় বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক সমস্যা, নারী পাচার ইত্যাদি বিষয়েও

আলোচনা হয় এবং সমস্যাগুলির সমাধানে তৎপর হওয়ার জন্য কমিশন প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেন। যৌতুক তালিকা, বিবাহ নিবন্ধীকরণ, জন্ম নিবন্ধীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশও কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

কমিশনের সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি, সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাস, গৈরিকা ঘোষ, মীরাতুন নাহার, ভগবতী মন্ডল প্রশাসনের সামনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে ধরেন - এবং সেই প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রশাসন, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং কমিশন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হয়। স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে জেলা অভিযোগকেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত প্রশাসক প্রতিনিধিদের কর্মতাৎপরতা থাকলেও থানাতে নারী নিগ্রহজনিত এফ.আই.আর, বা জি.ডি নেবার ব্যাপারে অনেক সময়ে গড়িমসি থাকে।

সভানেত্রী যশোধরা বাগ্চী স্থানীয় প্রশাসন এবং সংগঠন প্রতিনিধি ও জনসাধারণের মিলিত প্রয়াসে যে সুস্থ, ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে এ আশা প্রকাশ করেন।

গৈরিকা ঘোষ

কুচবিহার সংশোধনাগার পরিদর্শনের রিপোর্ট

গত ২১.২.২০০৪ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যাগণ কুচবিহার জেলা পরিদর্শনে যান। ওই পরিদর্শনকালে কমিশনের চারজন সদস্যা সহ-সভানেত্রী রমা দাস, গৈরিকা ঘোষ, শ্যামশ্রী দাস ও ভারতী মুৎসুদ্দি কুচবিহার সংশোধনাগারে যান। কমিশনের সদস্যাদের সংশোধনাগারের আবাসিক মহিলারা গান গেয়ে ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। গানগুলি খুবই ভাল হয়। শেষের গানটি পরিবেশিত হয় তাঁদের নিজস্ব উপভাষায়। পরিদর্শনকালে সদস্যাগণ সংশোধনাগারের যান। কমিশনের সদস্যাদের সংশোধনাগারের আবাসিক মহিলারা গান গেয়ে ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। গানগুলি খুবই ভাল হয়। শেষের গানটি পরিবেশিত হয় তাঁদের নিজস্ব উপভাষায়। পরিদর্শনকালে সদস্যাগণ সংশোধনাগারের ভার প্রাপ্ত আধিকারিক, মহিলা বন্দিনীগণ এবং মহিলা আবাসনের ভার প্রাপ্ত মহিলা আধিকারিকের সাথে কথা বলেন, সকলের সাথে কথা বলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সদস্যাগণের গোচরে আসে -

(১) ওই সংশোদনাগারে মোট ৩০ জন মহিলাকে রাখার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে রয়েছেন ২৮ জন।

(২) সকল আবাসিকার ব্যবহারের জন্য একটি মাত্র শৌচাগার আছে। স্নানাগার রয়েছে বাইরে। ওপরে কোনো ছাদ নেই, খোলা জায়গায় পর্দা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে।

(৩) শয্যাদ্রব্য হিসাবে শীতকালে দেওয়া হয় ৫টি কম্বল, গ্রীষ্মকালে ২টি।

(৪) বিনোদনের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই।

(৫) বন্দিনীদের রক্ত পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।

(৬) পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল আছে।

(৭) বন্দিনীদের জন্য 'আইনি পরিষেবা'র ব্যবস্থা আছে।

(৮) মহিলা আবাসন সংশোধনাগারের আধিকারিকের বাসস্থানের নিকটে এবং আইন মোতাবেক পুরুষ বন্দীগণের আবাসন থেকে পৃথক চৌহাদ্দির মধ্যে প্রবেশদ্বার অবস্থিত।

উপরোক্ত তথ্যগুলি বিবেচনা করে কমিশন সংশোধনাগারের মহিলা আবাসিকদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন। -

(১) মহিলা আবাসিকগণের জন্য আরও দুইটি শৌচাগার ও পাকা স্নানাগার তৈয়ারি করতে হবে।

(২) গ্রীষ্মকালে শয্যাদ্রব্য হিসাবে শতরঞ্চি দিতে হবে।

(৩) পানীয় জলের জন্য 'অ্যাকোয়া গার্ডের' ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বন্দিনীদের নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
(৫) বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতী মুৎসুদ্দি

কুচবিহারে পারিবারিক মহিলা লোক আদালত

পশ্চিমবঙ্গ উইমেন কমিশন ও স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির যৌথ উদ্যেগে ২২.২.০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হল তৃতীয় পারিবারিক লোক আদালত কুচবিহারের কোর্টে প্রাঙ্গণে। এই আদালতে প্রতিটি কেসই ছিল আদালত থেকে আগত। মোট ৩০টি কেস ছিল, কেসগুলি তিনটি বেঞ্চে ভাগ করা ছিল, প্রতিটি বেঞ্চে ১৩টি কেস দেওয়া ছিল।

প্রথম বেঞ্চে ছিলেন বিচার প্রতি অমরাভ সেনগুপ্ত, আইনজীবী লোপামুদ্রা সেনগুপ্ত এবং ভুপালি রায়, প্রধান শিক্ষিকা ও সমাজসেবী।

এই বেঞ্চে ১৩টি কেস ছিল; এর মধ্যে ৪টি কেস মীমাংসা হয়, ৩টি কেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি, অনুপস্থিত ছিল ৬টি।

দ্বিতীয় বেঞ্চে ছিলেন কমল কুমার কুন্ডু, জেলা জজ, আইনজীবী অনুরাধা রায় এবং শ্রীমতী চিত্রা গুহ, সহশিক্ষিকা। এই স্থানেও ১৩টি কেস ছিল। সিদ্ধান্ত হয় ৭টি কেসের, এর মধ্যে ৪টি কেসে বিবাহবিচ্ছেদ মামলা থাকা সত্ত্বেও যৌথ সম্মতিতে দুজনেই ঘরে ফিরে গেলেন। ৩টি কেসে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি, ৩টি কেসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় বেঞ্চে ছিলেন জেলাজজ সুধাইন্দু সাহা, আইনজীবী নীলিমা ধর ও প্রভাবতী সরকার, সহশিক্ষিকা। এখানে ছিল ১৩ টি কেস। দিদ্ধান্ত হয় ৩টি কেসে। ১০টি কেসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় পারবিারিক লোক আদালতে বেশীর ভাগ কেসই ছিল বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত।

লিলুয়া হোম পরিদর্শন রিপোর্ট

গত ২০.৩.০৪ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল লিলুয়া হোম পরিদর্শন করেন। ঐ প্রতিনিধিদলে ছিলেন সহসভানেত্রী ডঃ রমাদাস, সদস্যা ডঃ গৈরিকা ঘোষ, ভগবতী মন্ডল , শ্যামশ্রী দাস এবং সর্বাণী ভট্টাচার্য।

লিলুয়া হোমে বর্তমানে Observation-এ ৮৩ জন, Rescueতে ১৩২, Foundling baby-তে ৯জন, After Care-এ ১৭ জন মহিলা ক্যারাটে ইত্যাদিও তারা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে শিখছে। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানও হয়েছে। তাতে হোমের মেয়েরা যোগদান করেছে। তবে কিছু সমস্যাও আছে। যেমন কেরলের একটি মেয়ে দীর্ঘদিন এখানে আছে, কিন্তু ঠিকানা বলতে না পারার কারণে মেয়েটি দীর্ঘদিন হোমে রয়ে গেছে। আমরা কেরালা মহিলা কমিশনের মাধ্যমে তাকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে দিতে চাই। এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থার কিছু অসুবিধা আছে। এবিষয়ে আমরা যথাযোগ্য জায়গার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমরা জানি, এসব মেয়েরা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে আসে, কিন্তু প্রতিনিয়তই জীবনের মূলস্রোতে ফিরে যাওয়ার জন্য এদের রয়েছে এক আকুতি । এবিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সর্বাণী ভট্টাচার্য

জনসংখ্যানীতি সংক্রান্ত আলোচনাসভা

১৯ মার্চ তারিখে United Nations Family Planning Association (UNFPA)-র আর্থিক সহায়তায় রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে আকাদেমি অব্ ফাইন আর্টস-এর সভাগৃহে রাজ্যের খশড়া জনসংখ্যানীতি নিয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন ডঃ গৌরীপদ দত্ত। অধ্যাপক অমিয় বাগচীর সভাপতিত্বে আলোচনার

প্রথম অংশে কমিশনের পক্ষ থেকে আলোচ্য অমিয় বাগ্‌চীর সভাপতিত্বে আলোচনার প্রথম অংশে কমিশনের পক্ষ থেকে আলোচ্য বিষয়ের খশড়া উপস্থাপনা করেন সদস্য মালিনী ভট্টাচার্য। ইমরানা কাদির প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যের সামগ্রিক নীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের দিকে নজর রেখে জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। পরে মীরাতুন নাহার, ভগবতী মন্ডল ও শ্যামশ্রী দাশের সভাপতিত্বে রাজ্যের জনসংখ্যানীতি কেমন হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইনা সিং (UNFPA), ইন্দিরা চক্রবর্তী, ডঃবিক্রম সেন, ডঃ মণি নাগ, রাজশ্রী দাশগুপ্ত, অমিতাভ গুহ, মুকুল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সোমান প্রমুখ। পরিশেষে কমিশনের সুপারিশগুলি সভায় পেশ করেন সভানেত্রী যশোধরা বাগ্‌চী। ঠিক হয়, এই সুপারিশ সরকারের কাছে পাঠানো হবে। এ নিয়ে আরো আলোচনা চলবে এবং এব্যাপারে মহিলা কমিশন সংশ্লিষ্ট সমস্ত জায়গায় যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

মহিলা কমিশনের পাঠাগারে কিছু রিপোর্ট ও নথি সংক্রান্ত দলিলের তালিকা

1. Chakraborty, Krishna. Family in India. - Jaipur : Rawat, 2002.
2. Rocher, Lujdo, ed.Jimutavahana's Dayabhaga : The Hindu Law of Inheritance in Bengal. - New York : O.U.P., 2002.
3. Meyers, Diana Tietjens. Gender in the Mirror : Cultural Imagery and Women's Agency- New York : O.U.P., 2002.
4. Katare, P.M. & Barik, B.C., ed. Development, Deprivation and Human Rights Violation. - Jaipur : Rawat, 2002.
5. Bhattacharya, Susmita. The Concept of Equality - Kolkata : Writers Workshop, 2002.
6. Basu, Monmayee. Hindu Women and Marriage Law : from Sacrament to Contract. - New Delhi : O.U.P., 2001.
7. Visvanathan, Susan, ed. Structure and Transformation:Theory and Soceity in India. - New Delhi : O.U.P., 2001.
8. Madigan, Lee & Gamble, Nancy C. The Second Rape : Society's Countinued Betrayal of the Victim. - Lexington Books, 1989.
9. Bandyopadhyay, Debalina. The Woman-Question and The Victorian Novel : Ideology, Society, Law and Literature. - Kolkata : Renaissance, 2002.
10. Mittra, Peary Chand. David Hare. - Kolkata : Radiance, 2002.
11. Pilkington, Hilary, ed. Gender, Generation and Identity in Contemporary Russia . - New York : Routledge, 1990.
12. Dowling, Emili & Osborne, Elsie,ed. The Family and the School : A Joint Systems Approach to Problems with Children. - 2nd edition. - London : Routledge, 1985.
13. Bergvall, Victoria L......et al, ed. Rethinking Language and Gender Research : Theory and Practice. - London : Longman, 1996.
14. Freedman, Jane, Feaminism. - New Delhi : Viva Books, 2002.
15. Bhattacharya, Sabyasachi, ed. The contested Terrain : Perspectives on Education in India. - New Delhi : Orient Longmans, 1998.
16. Bhattacharya, Sabyasachi, ed. The Development of Women's Education in India : A Collection of Documents 1956 - 1920. - New Delhi : Kanishka, 2001.
17. Census of India 2001 : India Provisional Population Totals. Paper 1 of 2001. - Delhi : Department of Publications, Civil Lines, 2001.
18. Census of India 2001 : West Bengal Provisional Population Totals.Paper 2 of 2001. - Delhi : Department of Publications, Civil Lines, 2001.

বরাক উপত্যকার ঈদ মিলনোৎসবে আমন্ত্রিত কমিশনের সদস্য।

গত ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ শিলচরের বরাক উপত্যকার বাঙালিরা বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলে অভিনব একটি আনন্দ-সন্ধ্যা উপস্থাপন করেন। ঈদ সম্মিলনী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যরা বহু বছর ধরে ঈদ মিলনোৎসব অনুষ্ঠান করে সম্প্রদায়ের ভেদ ভুলে মনের আনন্দে পরস্পরের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলেন। এবছর তাঁরা এই অনুষ্ঠানে একটি সেমিনার সংযোজন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সদস্য ড. মীরাতুন নাহারকে নারী-সমস্যা ও মুসলমান সমাজ বিষয়ে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। ঢ. নাহারকে তাঁরা উষ্ণ সংবর্ধনা দেন। তিনি বলেন, মুসলমান মেয়ে শিক্ষার আলো না পেলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি এবং সে ক্ষতি দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষাই নারী-সমস্যা সমাধানের উত্তম পন্থা এবং এ বিষয়ে দেশের সব সম্প্রদায়ের দায়িত্বের কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী, কাছাড়ের জেলা উপায়ুক্ত শ্রী প্রদীপ কুমার দাস, শ্রী খালেক চৌধুরী, শ্রী হিমাংশু বিশ্বাস, কে. দাহার মজুমদার, ডা. চিন্ময় চৌধুরী এবং ঈমাদ উদ্দীন বুলবুল। অনুষ্ঠানটি ছিল 'মিলনোৎসব' আক্ষরিক অর্থে - যেমনটি সচরাচর চোখে পড়ে না।